Three Gunas
(গুণত্রয়)

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটিকে গুণ বলে। সত্ত্ব, রজ তম এই তিনটি গুণের স্বাভাবিক স্বভাব বশতঃ জীবাত্মার আসক্তি, অভিমান উৎপন্ন হয় আর এর ফলেই জীবাত্মাকে আবদ্ধ হতে হয়। পরমাত্মা ও তাঁর শক্তি প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন জীবসকল প্রকৃতি সম্ভূত গুণাদিতে কীভাবে আবদ্ধ হয় তারই আলোচনা করতে গিয়ে ভগবান বলেন–

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা: প্রকৃতিসম্ভবা:।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। (১৪/৫-গীতা)

সত্ত্বগুণ

গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণের স্বরূপ ও তার বন্ধনের প্রকার সম্বন্ধে গীতাতে আলোচিত হয়েছে —

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। (গীতা – ১৪/৬)

সত্ত্বগুণের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ নির্মল। এই নির্মল সত্ত্বগুণে দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। আলোর দ্বারা যেমন বস্তু পরিষ্কার ফুটে ওঠে। ঠিক তেমনি সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে রজোগুণ ও তমোগুণের বৃত্তিগুলি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সত্ত্বগুণ সুখ উৎপাদক লঘু ও প্রকাশক। সত্ত্বগুণ লঘু বা হাল্কা। ইন্দ্রিয় সমূহ যে বস্তুরুপে উদ্ভাসিত হয়, দর্পন যে বস্তুকে পরিতিবিম্বিত করে তা সমস্ত কিছুই সত্ত্বগুণের জন্যই।

সত্ত্বগুণের দ্বিতীয় উপাদান জ্ঞান। জ্ঞান বোধশক্তির বোধক ।জ্ঞানই প্রকৃত প্রকাশক ।এই রূপ মহামহিম জ্ঞান সত্ত্ব গুণ হতে উৎপন্ন হয় ।

যখন এই মনুষ্যদেহে সর্বদ্বারে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় চৈতন্য ও বোধশক্তির বিকাশ হয় তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই গীতায় বলা হয়েছে —

সর্বদ্বারেষু দেহে স্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।। (গীতা – ১৪/১১)

এই সত্ত্বগুণ রজো ও তমোগুণের বৃত্তিকে অবদমিত করে অন্তঃকরণে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা উৎপন্ন করে, আলোকবৎ প্রকাশিত হয়।এই সাত্ত্বিক সুখ সাধনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিষবৎ মনে হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা অমৃততুল্য মনে হয়। সাত্ত্বিক সুখ হল আলস্য, প্রমাদ ও নিদ্রা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবিষয়ক চিন্তনাদি জনিত সুখ। মানুষের মনে সাত্ত্বিক সুখের উদয় হলে ঈশ্বর ভজন ও ধ্যান নিমগ্ন হয়ে পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করেন।সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হলে মানব মন প্রসন্ন নির্মল ও পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার শুভবুদ্ধির সাহায্যে সৎ ও অসৎ, কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে তার বোধগম্য হয়। সংসারের মোহময় অন্ধকার থেকে এক উন্মুক্ত আলোক পথের সন্ধান মেলে। সাধক তখন পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়ে পার্থিব সুখ অনুভব করে।

রজোগুণ

রজোগুণ চঞ্চল স্বরূপ। রজোগুণ চল ক্রিয়াস্বভাবরূপে সমস্ত কার্যকে চালনা করে। রজো নিজেও যেমন চঞ্চল তেমনি অপরের মধ্যেও চঞ্চলতার উৎপাদক। রজোগুণের কারণেই মন চঞ্চল হয়। ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়। রজ: প্রবৃত্তির জনক ও দু:খ উৎপাদক। রজোগুণই সমস্ত দু:খ উৎপত্তির স্থল। তাই বলা হয়েছে —

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।। (গীতা- ১৪/৭)

রজোগুণের মধ্যে আসক্তি রাগ অন্তর্ভুক্ত আছে তাই রজোগুণ রাগাত্মক। লোভ, বাসনা, কামনা, দর্প প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। প্রধানত অনুরাগই রজোগুণের রূপ বলে প্রকাশ করে। রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে তৃষ্ণা ও আসক্তি বৃদ্ধি পায়।

রজোগুণ বৃদ্ধি ঘটলে লোভ, কর্মপ্রবৃত্তি, কর্মোদ্যম, শান্তির অভাব ও আসক্তি এই সমস্ত বৃত্তি গুলির উদ্ভব ঘটে। তাই বলা হয়েছে —

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভারতর্ষভ। (গীতা – ১৪/১২)

রজোগুণকে একবার কামনার কার্য আবার কামনাকে রজোগুণ কার্য বলার মধ্যে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলেও তা প্রকৃতি পক্ষে বৃক্ষ ও বীজের মতো যেমন বীজ থেকে বৃক্ষ আবার বৃক্ষ থেকে বীজ। বীজ যেমন একইভাবে কার্য ও কারণ বটে। ঠিক তেমনি রজগুণ থেকে কামনার উৎপত্তি আবার কামনা থেকে রজোগুণের উৎপত্তি।

রজোগুণ বৃদ্ধি হলে লোভ, কর্মপ্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম, শান্তির অভাব ও আসক্তি - এই সব বৃত্তি সমূহ উৎপন্ন হয়।পদার্থের প্রতি রজোগুণের আসক্তিই প্রধান। ভোগ থেকে দুঃখের উদ্ভব হয়। দুঃখ ভোগের অতৃপ্ত থেকেই জন্ম নেয়।

রজোভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও জ্ঞান দমিত হয়। রাগপূর্বক, সুখ, আরাম, ইত্যাদির আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া দোষের। ধনসম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ তীব্র থাকলে চিত্তে অশান্তি ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। অন্তরে রজোগুণ বৃদ্ধি হলে লোভ, প্রবৃত্তি এই সব বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি যে কোন ভোগ্যবস্তুর প্রতি মানুষের তীব্র আকাঙ্খা জন্মায়। রজোগুণের প্রভাবে সত্ত্বগুণের প্রকাশ, মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে। কোন একটি গুণের বৃদ্ধিতে অপর দুটি গুণও অবদমিত হয়। তার নিজের লোভ-লালসা প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য জাগ্রত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তমোগুণ ও রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আলোক রশ্মি প্রকাশকে সত্ত্বগুণের আলোতে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা বলেছেন।

সত্ত্ব ও রজোগুণের পর তমোগুণ বৃদ্ধির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন —

অপ্রকাশ্যোপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।। (গীতা – ১৪/১৩)

তমোগুণ

তমোগুণ ভারী এবং আবরণকারী। তমোগুণ সত্ত্বগুণের বিপরীত। তমোগুণ বস্তুকে নিম্নগামী করে তোলে। তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের কাজকে বাধা দেয়। তমোগুণ স্বভাবতই বাধাসঞ্চারক। তমোগুনের জন্য বস্তুর গতি হ্রাস পায়। জ্ঞানের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় তমোগুণের জন্যই। তমোগুণের কার্যই মোহ জড়তা, ঔদাসিন্য বা নিস্পৃহতা (বিষাদ)। তাই গীতায় বলা হয়েছে —

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি – ভারত ।। (গীতা – ১৪/৮)

অর্থাৎ ,হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন , সমস্ত দেহীগণের মোহগ্রস্থকারী তমোগুণকে তুমি অজ্ঞান হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এটি প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা দেহের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মান্যকারী জীবগণকে আবদ্ধ করে।

তমোগুণ ও অজ্ঞানতা পরস্পর ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকে। তমোগুণ অজ্ঞানতা থেকেই উৎপন্ন হয় আবার অজ্ঞানতা থেকে তমোগুণ বর্ধিত হয়। এই তমোগুণ জীবের মূর্খতা, অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন

প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের আলোচনার পর ভগবান তমোগুণের বর্ণনা করেছেন। অতি নিকৃষ্টতম হল এই তমোগুণ। তমোগুণের দ্বারা বশীভূত হয়ে মানুষ আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতিক্ষতি কারক রিপুর দ্বারা অভিভূত হয়। সত্ত্বগুণের নির্মলতাকে অবদমিত করে তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই তমোগুণকে অপ্রকাশক বলা হয়েছে। জীবাত্মায় যদি অপ্রকশক, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, আলস্য ও মোহের প্রাদুর্ভাব হয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যক্তি তমোগুণে আকৃষ্ট হয়েছে। মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে, কর্মে রুচি থাকে না। তা অপ্রবৃত্তির ফলস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভগীতায় চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব – রজ – তম গুণের বৃদ্ধিজনিত ফলাফল বর্ণনা করেছেন। সপ্তদশ শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের মূলে গুণগুলির কথা জানিয়েছেন —

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোজ্ঞানমেব চ।। (গীতা – ১৪/১৭)

জ্ঞানোৎপত্তির কারণ সত্ত্বগুণ। অর্থাৎ সৎকর্ম ও দুষ্কর্মের বিবেক হয়। জ্ঞান প্রকাশ, বিবেক সৎকর্ম সবই সাত্ত্বিক কর্মের ফলস্বরূপ।লোভোৎপত্তির কারণ রজোগুণ। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ যা কিছু কর্ম করে সবই দুঃখদায়ক হয়। বেশিমাত্রায় আকাঙ্খার নাম লোভ। মানুষ কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত হলে মনে অশান্তি ও চাঞ্চল্য আসে। পাপ বৃদ্ধি পায়। কপটতা অবলম্বন পূর্বক অর্থোপার্জন পাপের পরকাষ্ঠা। তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিতে এই তিনটি এলে বিবেক বিরুদ্ধ কাজ হয়ে যায়। ফলে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়। নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্য, অবহেলা, অপ্রকাশক, অপ্রবৃত্তি তমো গুণের প্রভাবে মনুষ্যজীবন উৎপন্ন হয়। কর্মোদ্যগি মানুষ সমস্ত প্রচেষ্টা ও মনের দৃঢ়তার সাহায্যে তমোগুণের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে।